মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি মামলায় হিমাচলপ্রদেশ সরকারের [illegible]

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

কংগ্রেস পার্টি ও শ্রী বীরভদ্র সিং নির্লজ্জতার সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীও মৌনতা অবলম্বন করবেন। শ্রী বীরভদ্র সিং-ও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ এফআইআর দায়ের করবে অথবা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করবে এমন সাহস দেখাননি।

তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সিবিআই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। ইস্পাত সংস্থার ডায়রিতে পাওয়া 'ভিবিএস' আদ্যাক্ষর লেখার সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ, সিমলার একটি ব্যাঙ্কে ৫.৫ কোটি টাকা জমা দেওয়া এবং সেই অ্যাকাউন্ট থেকে জনৈক আনন্দ চৌহান শ্রী বীরভদ্র সিং ও তাঁর পরিবারের জীবন বিমার পলিসির টাকা দেওয়ার ঘটনা। এই অভিযোগও তদন্ত করে দেখছে সিবিআই।

বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে তাঁর লেনদেন সংক্রান্ত তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণ করা প্রয়োজন। বীরভদ্র সিং ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিদ্যুৎ সংস্থার প্রোমোটারের কাছ থেকে বিনাসুদে বিপুল টাকা ধার নিয়েছেন। ওই বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে হিমাচলপ্রদেশের সরকারের সঙ্গে কাজকারবার হয়েছে এবং কোম্পানির পক্ষে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণও মিলেছে, ওই প্রোমোটারের ধার দেওয়া অর্থে তারই অন্য সংস্থার শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট, একই বৃত্তে অর্থ ঘুরেছে।

দুর্নীতি বিরোধী আইনের ১১ নম্বর ধারায় রয়েছে, কোনও সরকারি কর্মী সরকারি

কাজকারবারের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে নিজে অথবা অন্যের জন্য কোনও মূল্যবান কিছু গ্রহণ করলে তা শাস্তিযোগ্য। এই অপরাধে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। হিমাচলপ্রদেশের সরকারের সঙ্গে এই বিদ্যুৎ সংস্থা সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত জেনেও মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী বিনাসুদে টাকা ধার নিয়েছেন। এই লেনদেনের ঘটনা দুর্নীতি বিরোধী আইনের ১৩(১)(বি) ধারাও লঙ্ঘন করেছে। সরকারি কর্মী হয়ে বিবেচনা না করেই নিজে ও অন্যের জন্য মূল্যবান কিছু নেওয়ার অপরাধ এই ধারায় শাস্তিযোগ্য। নিঃসন্দেহে, বিবেচনা না করে বিনাসুদে ঋণ নেওয়াও মূল্যবান জিনিস নেওয়ারই সামিল।

দুর্নীতি বিরোধী আইনের ২০ নম্বর ধারা সবচেয়ে কার্যকর অংশ। আইনি পারিশ্রমিক ছাড়া যদি কোনও সরকারি কর্মী মূল্যবান কিছু নেন তাহলে তা ঘুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়। এটা যে ঘুষ নয় তা প্রমাণ করার দায়ভার তখন বর্তায় সেই সরকারি কর্মীর উপর। সেই কারণে আমি এটাকে খোলা ও বন্ধ করার মামলা বলে উল্লেখ করেছি। হিমাচলপ্রদেশের পুলিশের পক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই মামলার তদন্ত করা মুশকিল। সিবিআই ডিরেক্টরকে গত ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৩-য় এ বিষয়ে আমি যে চিঠি দিয়েছি তা এফআইআর হতে পারে। এবিষয়ে তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশের বিশেষ আইনের (সংস্থা) ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অনুমতি প্রযোজন। আমার ধারণা, সাহসের সঙ্গে হিমাচলপ্রদেশ সরকার এই অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তদন্তের অনুমতি দেবে।